আজকাল

9 February, 2019

বইমেলায় বাণী বন্দনাও হল বইকি

অনিশ্চয় চক্রবর্তী

তবু কেবলই দৃশ্যের জন্ম হয়। হ্যাঁ, এইখানে, এই কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলা প্রাঙ্গণে। রবীন্দ্রসদনের উল্টোদিকের চত্বর থেকে ময়দান হয়ে সল্টলেক স্টেডিয়াম, মিলন মেলাপ্রাঙ্গণের পর আপাতত যার ঠাঁই সল্টলেক সেন্ট্রাল পার্কে। গত শতাব্দীর সাতের দশকের সেই প্রথম মেলার স্মৃতি এখানে ধূসর। মেলাপ্রাঙ্গণে ঘনঘন কারও না কারও হারিয়ে যাওয়ার ঘোষণা এই মেলায় আর শোনা যায় না। সেই প্রথম দিককার মেলার স্তব্ধতাও আর নেই। যে স্তব্ধতায় পাঠক নিজের মনে বই নেড়েচেড়ে দেখতে পারতেন কোনও বিক্ষিপ্ততা ছাড়াই। এ মেলায় বড় বেশি কোলাহল। এক শব্দ ডিঙিয়ে যাচ্ছে আর এক শব্দকে। এক শব্দ ডিঙোতে চাইছে আর এক শব্দকে। শেষপর্যন্ত কোন শব্দ যে মেলাপ্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়াচ্ছে তা বুঝে ওঠা মুশকিল। তারই মধ্যে ভিড় আর ভিড়। সে ভিড়ের কতটুকু বিভিন্ন স্টলের ক্যাশ বাক্সে গিয়ে পৌঁছচ্ছে তার হিসেব কি কোনওভাবেই করা সম্ভব? মানে, ভিড় আর বিক্রির অনুপাত কে কষবে? এরই মধ্যে থিম প্যাভিলিয়ন গুয়াতেমালা। সে এক বিচিত্র প্যাভিলিয়ন। মধ্য আমেরিকার এই দেশটির কী বর্ণময় জীবনের ছবি যে টাঙানো রয়েছে দেওয়ালে দেওয়ালে। রয়েছে জীবনের, প্রকৃতির, নিসর্গের আলো-অন্ধকারের অজস্র ছবি। কিন্তু লেখা যে সবই স্প্যানিশ ভাষায়! যার কিছুই আমি জানি না। অভ্যর্থনার দায়িত্বে থাকা মেয়েটি আমার অসহায়তা দেখে উপহার দিল একটি বাংলা বই। সুব্রত গুহর অনুবাদে 'গুয়াতেমালার গল্প'। তাকে আর ধন্যবাদ জানাইনি। কলকাতা প্রেস ক্লাব দু'খণ্ডে বার করেছে 'বাংলা সংবাদপত্রের ২০০ বছর'। ওই স্টলেরই দেওয়ালে টাঙানো বেশ কিছু পোস্টারে বাংলা সংবাদপত্রের বিবর্তনের কিছু আন্দাজ পাওয়া গেল। এশিয়াটিক সোসাইটির স্টলে গম্ভীর সব গবেষণার বইয়েরও যে ক্রেতা এখনও আছে তাও দেখা গেল।

সরস্বতী পুজোর নির্দিষ্ট শ্রীপঞ্চমী যে শুরু হয়ে গেছে তা বুঝলাম একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে। রীতিমতো প্রতিমা বসিয়ে, পুরোহিতের মন্ত্রপাঠে চলছে সরস্বতী পুজো। মাইকে মন্ত্রপাঠ শোনা যাচ্ছে। অনেকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন অঞ্জলি দেওয়ার অভিপ্রায় নিয়ে। বাংলাদেশের প্যাভিলিয়নে হাঁটাচলার মতো পরিসর নেই। প্রকাশকের সংখ্যা অন্যবারের চেয়ে বেশি। অথচ বরাদ্দ জায়গা একই। ফলে ঠেলাঠেলি। বইয়ের কাছ পর্যন্ত পৌঁছনো যাচ্ছে না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। বড় স্ক্রিনে চোখে পড়ল, কানে এল ঢাকার রমনা ময়দানে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের সেই বিখ্যাত বক্তৃতা। এতকাল কানেই শুনেছি। আজ চলমান ছবিতে দেখলাম। সেই সমাবেশে সমবেত মানুষের শান্ত ঔৎসুক্যের কোনও অভিজ্ঞতা আমার জীবনে ছিল না।

রবিবার বইমেলায় উদ্‌যাপিত হবে বাংলাদেশ দিবস। প্রতিদিন মেলায় কত বিচিত্র বিষয়ের কত না বই প্রকাশিত হচ্ছে। এদিন যেমন বিভা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হল কনসালট্যান্ট কসমেটিক ও প্লাস্টিক সার্জেন ডাঃ অরিন্দম সরকারের লেখা 'সৌন্দর্যের চাবিকাঠি, প্লাস্টিক ও কসমেটিক সার্জারি'। মিডিয়া সেন্টারে 'বোধিসত্ত্ব'র পক্ষে প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্যামলকুমার সেন প্রকাশ করেন সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের 'গণতন্ত্রের সঙ্কট', পৃথ্বীরাজ সেনের 'রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ', অনীশ ঘোষ সম্পাদিত 'মৃণাল সেন: সত্তা ও সৃষ্টি'-সহ ৫টি বই।

তবু কেবলই দৃশ্যের জন্ম হয়। লক্ষ লক্ষ বইয়ের অগণন অক্ষর থেকে একটু আড়াল খুঁজে নিয়ে একজনকে দেখলাম হোয়াটসঅ্যাপে সন্তর্পণে আঙুল ছুঁইয়ে ব্যক্তিগত বার্তা রচনা করতে। কমবয়সি ছেলেমেয়েদের পাশাপাশি বয়স্কজনেরাও প্রায়শই ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন মোবাইলে ছবি তুলতে। আনমনে হাঁটাও যাচ্ছে না। টের পাচ্ছি চলার পথে একদিকে ছবি তোলার মুহূর্তের প্রস্তুতিতে মগ্ন কেউ। অন্যদিকে, ছবি তুলতে ব্যস্ত জনের উপস্থিতি। কে আর সাধ করে অন্যের নির্মীয়মাণ অভিব্যক্তি ভেঙে দিতে চায়? আজকাল-এর প্যাভিলিয়নে বেজায় ভিড় বরাবরের মতো। বই ছাড়াও আকর্ষণ তো ওই ছবি আর ছবির অনবদ্য ক্যাপশন। বিশ্ব জুড়ে বামপন্থা নিয়ে যে প্রচুর নতুন চিন্তাভাবনার প্রকাশ বোঝা গেল লেফটওয়ার্ডের স্টলে নতুন বইয়ের বিষয়গুলি দেখে। রবিবার পার করে এই প্রথম মেলা শেষ হবে সোমবার।

বইমেলার ভিড়। শনিবার। ছবি: সুপ্রিয় নাগ